দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

জিডিপি’র টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতিকে ধরে রাখার জন্য টেকসই, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের ভূমিকা অপরিসীম। বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন বিদ্যুৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিদ্যুতের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৩,৪৮২ মেগাওয়াট, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ক্যাপটিভসহ ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৪,৭৮২ মেগাওয়াট (১৬ এপ্রিল ২০২২) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৫,৬০৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৪,৬৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা। এর মধ্যে ৩৯.৮৯ শতাংশ সরকারি খাতে, ৭.৮৩ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪২.২৬ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ১০.০২ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০১০-১১ অর্থবছরের ১৪.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ এ দাঁড়িয়েছে ৯.৩০ শতাংশে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.২৯ লক্ষ কিলোমিটার এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.৪৫ কোটি। মুজিববর্ষে দেশের সকল নাগরিক ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান (পিএসএমপি) ২০১৬ অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। অপরদিকে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৫৯ শতাংশ পূরণ করছে। বর্তমানে মোট আবিষ্কৃত ২৮টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.৯৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং জানুয়ারি ২০২৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এবং দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণের (Fuel Diversification) জন্য গ্যাস ও তরল জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, এলএনজি, ডুয়েল-ফুয়েল, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ খাত

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ খাতে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বিদ্যুতের স্থাপিত ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ২৬,৭০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ৬০৯ কিলোওয়াট ঘণ্টা। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন ৬.২৯ লক্ষ কিলোমিটারে এবং গ্রাহক সংখ্যা ৪.৪৫ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সিস্টেম লস ৯.৩০ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০১০-১১ অর্থবছরে ছিল ১৪.৭৩ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে বাস্তবায়ন, বেসরকারি খাতে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে উৎসাহ ও প্রণোদনার ব্যবস্থাকরণ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির ব্যবস্থা গ্রহণ। মুজিববর্ষে সরকার দেশের সকল নাগরিককে ১০০ ভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এনেছে, তারপরও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম সরকার অব্যাহত রেখেছে। সরকারের ভিশন ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা

২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে সরকারি খাতে ১০,১৩০ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,২৪৪ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ৯,৯৪৮ মেগাওয়াট ও আমদানি ১,১৬০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন (গ্রিডভিত্তিক) ক্ষমতা ছিল ২২,৪৮২ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩

পর্যন্ত এ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে সরকারি খাতে ১০,২৪৬ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,৮৬১ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১০,২১৫ মেগাওয়াট এবং ১,১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (গ্রিড ভিত্তিক) ২৩,৪৮২ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ যার মোট পরিমাণ প্রায় ২৬,৭০০ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ চাহিদার বিপরীতে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৪,৭৮২ মেগাওয়াট (১৬ এপ্রিল ২০২২) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত খাত অনুযায়ী ও জ্বালানি ভিত্তিক স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নে লেখচিত্র ১০.১ ও ১০.২ এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.১: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (জ্বালানির ভিত্তিতে)

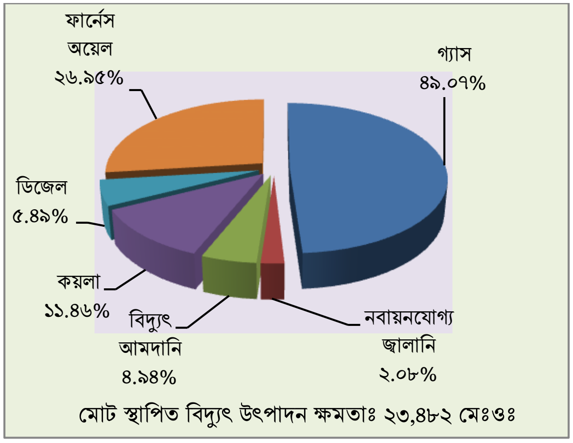

লেখচিত্র ১০.২: স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মালিকানার ভিত্তিতে)

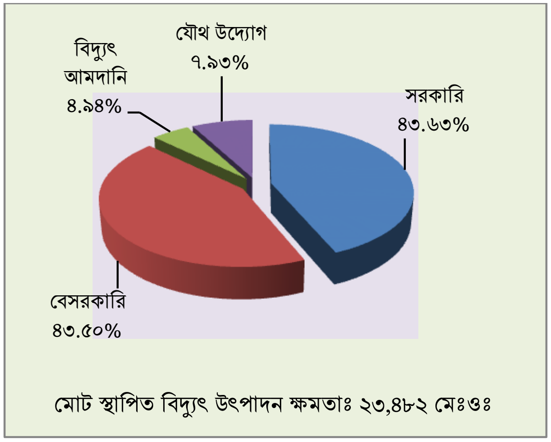

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। (* জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

বিদ্যুৎ উৎপাদন (মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা)

২০২০-২১ অর্থবছরে ৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৫,৬০৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ৬.৪৫ শতাংশ বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সরকারি খাতে ১৭,৮০৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা, যৌথ উদ্যোগে ৩,৪৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা এবং বেসরকারি খাতে ২৩,৩৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ৪৪,৬৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৯.৮৯ শতাংশ সরকারি খাতে, ৭.৮৩ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে, ৪২.২৬ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে এবং ১০.০২ শতাংশ বিদ্যুৎ ভারত হতে আমদানি করা হয়েছে। জ্বালানির উপর ভিত্তি করে নীট উৎপাদনের ৫০.৩২ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ২৮.১১ শতাংশ তরল জ্বালানি ভিত্তিক, ১০.০২ শতাংশ আমদানিকৃত বিদ্যুৎ, ৯.৮৭ শতাংশ কয়লাভিত্তিক ও ১.৬৯ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন লেখচিত্র ১০.৩ ও ১০.৪ এ উপস্থাপন করা হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদন (জ্বালানির ভিত্তিতে)

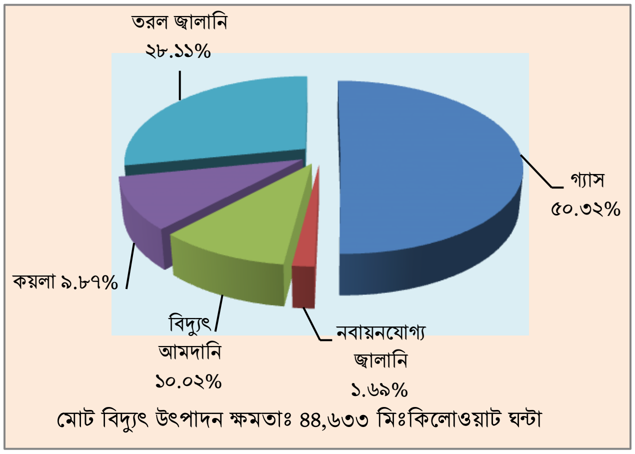

লেখচিত্র ১০.৪: বিদ্যুৎ উৎপাদন (মালিকানার ভিত্তিতে)

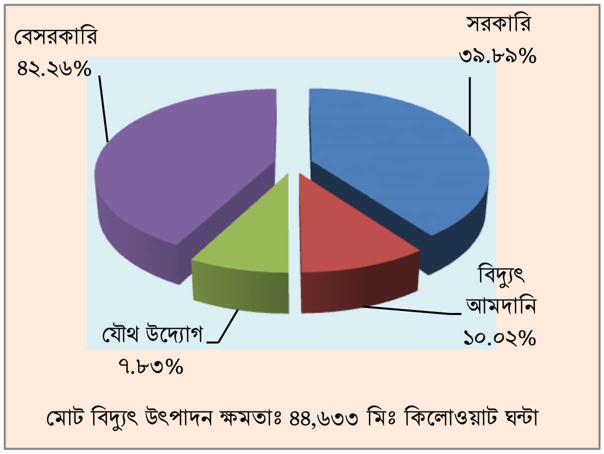

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ,বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। (* ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।)

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১০-১১ অর্থবছরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৪,৮৯০ মেগাওয়াট, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে (এপ্রিল ২০২২) সর্বোচ্চ ১৪,৭৮২ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে । নিম্নে ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১: স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থবছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০১০-১১	৭২৬৪	৪৮৯০
২০১১-১২	৮৭১৬	৬০৬৬
২০১২-১৩	৯১৫১	৬৪৩৪
২০১৩-১৪	১০৪১৬	৭৩৫৬
২০১৪-১৫	১১৫৩৪	৭৮১৭
২০১৫-১৬	১২৩৬৫	৯০৩৬
২০১৬-১৭	১৩৫৫৫	৯৪৭৯
২০১৭-১৮	১৫৯৫৩	১০৯৫৮
২০১৮-১৯	১৮৯৬১	১২৮৯৩
২০১৯-২০	২০৩৮৩	১২৭৩৮
২০২০-২১	২২০৩১	১৩৭৯২
২০২১-২২	২২৪৮২	১৪৭৮২
২০২২-২৩*	২৩৪৮২	১৩৯৮৫

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (* জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)

বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানির ব্যবহার

২০১০-১১ অর্থবছরে সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১৫০ বিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যা ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১৯ বিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দাঁড়ায় ১০৭ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জ্বালানি হিসেবে প্রথম কয়লা ব্যবহার করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার দাঁড়ায় ২.২৪ মিলিয়ন টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সরকারি খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ফার্নেস অয়েল ও ডিজেলের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪৪ ও ১৮৭ মিলিয়ন লিটার। ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.২ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২: সরকারি খাতের বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থবছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (মিলিয়ন টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
২০১০-১১	১৫০	০.৪১	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১৫১	০.৪৫	১৮২	৬০
২০১২-১৩	১৭৫	০.৫৯	২৬৬	৩৫
২০১৩-১৪	১৮৩	০.৫৪	৪২৪	১৭৫
২০১৪-১৫	১৮০	০.৫২	৩৭৮	২৯১
২০১৫-১৬	২০৭	০.৪৯	৪৩৯	২৩৮
২০১৬-১৭	২১৫	০.৫৯	৫১৩	৩৪৮
২০১৭-১৮	২১১	০.৮২	৬১৫	৭৯৫
২০১৮-১৯	২৭৪	০.৫৭	৪৮৪	৩৮৫
২০১৯-২০	২৬৮	১.২৪	৩০১	১২
২০২০-২১	২৪৩	২.২৫	৩৮৯	৭৪
২০২১-২২	২১৯	২.৫২	৫২৩	১৫৪
২০২২-২৩*	১০৭	২.২৪	৩৪৪	১৮৭

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ (* ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।)

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের স্বল্পতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুৎ খাতের মহাপরিকল্পনা ‘পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান, ২০১৬ (পিএসএমপি)’ প্রস্তুত করা হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০৩০ সালে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালে ৬০,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত হবে। দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রাথমিক জ্বালানি সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনাসহ জ্বালানি নিরাপত্তা ও জ্বালানি বহুমুখীকরণের নিমিত্ত গ্যাস/এলএনজি, তরল জ্বালানি, কয়লা, পারমাণবিক, হাইড্রো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বেজ লোড বিদ্যুৎ উৎপাদন হিসেবে কয়লা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং গ্যাস/এলএনজি কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ব্যবহৃত হবে। দেশীয় গ্যাসের সীমাবদ্ধতার কারণে এলএনজি পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অন্যদিকে, পিক লোড পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য তরল জ্বালানি এবং এলএনজি গ্যাস ব্যবহার করা হবে। আগামী ২০৪১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ সারণি ১০.৩ এ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৩: বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০২৩ সাল (ফেব্রু’২৩)	২০৩০ সাল	২০৪১ সাল
১	স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃওঃ)	২৬৭০০*	৪০০০০	৬০০০০
২	বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	১৫৫০০	৩৩০০০	৫২০০০
৩	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	১৪৫৪৬	২৭৩০০	৩৪৮৫০
৪	গ্রীড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	৫৮০৭৬	১২০০০০	২৬১০০০
৫	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	৬০৯	৮১৫	১৪৭৫
৬	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা (%)	১০০%	১০০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।(*ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ)

নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো প্রকল্প নির্মাণাধীন আছে। সারণি ১০.৪ এ নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখ করা হলোঃ

সারণি ১০.৪: নির্মাণাধীন প্রকল্প এবং সম্ভাব্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ

খাত	প্রকল্পের সংখ্যা	ক্যাপাসিটি (MW)
সরকারি খাত	১১	৩৯৩৯
যৌথ উদ্যোগ	২	৩১০৮
বেসরকারি খাত	২০	৫০৪৭
মোট	**৩৩**	**১২০৯৪**

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ

সরকারি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- ঘোড়াশাল ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট রিপাওয়ারিং
- খুলনা ৩৩৬ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- মাতারবাড়ী ১,২০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক
- রূপসা ৮৮০ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- ময়মনসিংহ ৩৬০ মেগাওয়াট সিসিপিপি

যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- পটুয়াখালী ১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (RNPL)
- পটুয়াখালি ১,২০০-১,৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (২য় পর্যায়ে-BCPCL),
- রূপপুর ২x১,২০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

বেসরকারি খাতে নির্মাণাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহঃ

- মেঘনাঘাট (সামিট) ৫৮৩ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- মেঘনাঘাট (রিলায়েন্স) ৭১৮ মেগাওয়াট সিসিপিপি
- মেঘনাঘাট (ইউনিক) ৫৮৪ মেগাওয়াট সিসিপিপি

খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি)

সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড নিয়োজিত আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ৪০০ কেভি, ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করে বিদ্যুৎ

বিতরণকারী সংস্থাসমূহের নিকট সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ১৯৯৬ সালে পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন অবকাঠামোর উন্নতির ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সর্বমোট ১,৮৯৭ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৪,১৮৬ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও ৮,৪৬৪ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে দেশে মোট ১,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১টি HVDC (High Voltage Direct Current) Back-to-Back স্টেশন, ৬,৩৭০ এমভিএ ক্ষমতার ৬টি ৪০০/২৩০ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ২,৪৭০ এমভিএ ক্ষমতার ৪টি ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১৫,৭৭৫ এমভিএ ক্ষমতার ২৯টি ২৩০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র, ১,৩৯০ এমভিএ ক্ষমতার ৫টি ২৩০/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র এবং ৩২,০৭১ এমভিএ ক্ষমতার ১৬৭টি ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত আছে। এছাড়া ১৩২ কেভি Bus এ ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৩৩ কেভি Bus এ ১,৩৪০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। বিগত এক বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২২-জানুয়ারি ২০২৩) সঞ্চালন অবকাঠামোতে বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে মোট ১,৩৩৪ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং ৭টি গ্রিড উপকেন্দ্র (২,৭৬৯ এমভিএ) সংযুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ ১৪,৫৪৭ সার্কিট কিলোমিটার। সারণি ১০.৫ এ বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৫: বছরভিত্তিক পিজিসিবি কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন

অর্থবছর	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃমিঃ)			৪০০ কেভি HVDC স্টেশন		৪০০/২৩০ কেভি এবং ৪০০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র		২৩০/১৩২ কেভি এবং ২৩০/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র		১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র	
	৪০০ কেভি	২৩০ কেভি	১৩২ কেভি	সংখ্যা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)	সংখ্যা	ক্ষমতা (এমভিএ)
২০১০-১১	-	২৬৪৭	৬০১৮	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮১	৮৪৩৭
২০১১-১২	-	২৬৪৭	৬০৮০	-	-	-	-	১৩	৬৬৭৫	৮৩	৮৭৩৭
২০১২-১৩	-	৩০২১	৬০৮০	-	-	-	-	১৫	৬৯৭৫	৮৪	৯৭০৫
২০১৩-১৪	১৬৫	৩০৪৫	৬১২০	০১	৫০০	-	-	১৮	৮৭৭৫	৮৬	১০৭১৪
২০১৪-১৫	১৬৫	৩১৭১	৬৩৫৯	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯০৭৫	৮৯	১১৯৬৪
২০১৫-১৬	২২১	৩১৭১	৬৩৯৭	০১	৫০০	০১	৫২০	১৯	৯৩৭৫	৯০	১২৪২০
২০১৬-১৭	৫৬০	৩৩১৩	৬৫০৪	০১	৫০০	০২	১৬৯০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৩৩৬৫
২০১৭-১৮	৫৬০	৩৩২৫	৬৭৯৬	০১	৫০০	০৩	২২১০	১৯	৯৬৭৫	৯১	১৫০৪৬
২০১৮-১৯	৬৯৮	৩৩৭২	৭৩২৯	০১	১০০০	০৫	৩৯০০	২৬	১৩১৩৫	১৩২	২২৬৪২
২০১৯-২০	৮৬১	৩৫০০	৭৭৫৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	২৭	১৩৩৮৫	১৪৫	২৫৮৮৫
২০২০-২১	৯৫০	৩৬৫৮	৮২২৮	০১	১০০০	০৬	৫০৭০	৩১	১৬১৪৫	১৫৩	২৯১৮৯
২০২১-২২	১৪৯৪	৪০১৮	৮৩৭৭	০১	১০০০	০৯	৭৮০০	৩৪	১৭১৬৫	১৬৫	৩১৭১৭
২০২২-২৩*	১৮৯৭	৪১৮৬	৮৪৬৪	০১	১০০০	১০	৮৮৪০	৩৪	১৭১৬৫	১৬৭	৩২০৭১

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (* জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)

গ. বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে ৬টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি দায়িত্ব পালন করছে। যথাঃ

(১) বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো)
(২) বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো)
(৩) ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি)
(৪) ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো)
(৫) ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)
(৬) নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (নেসকো)

আন্তঃসংস্থা বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ (ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ৮০,২৮৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা ও ৪১,৯৫২ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ কর্তৃক ৩৩ কেভি ও ১৩২ কেভি

লেভেলে আমদানি করা হয়েছে, যা লেখচিত্র ১০.৫ ও ১০.৬ এ দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৫: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০২১-২২ অর্থবছর)

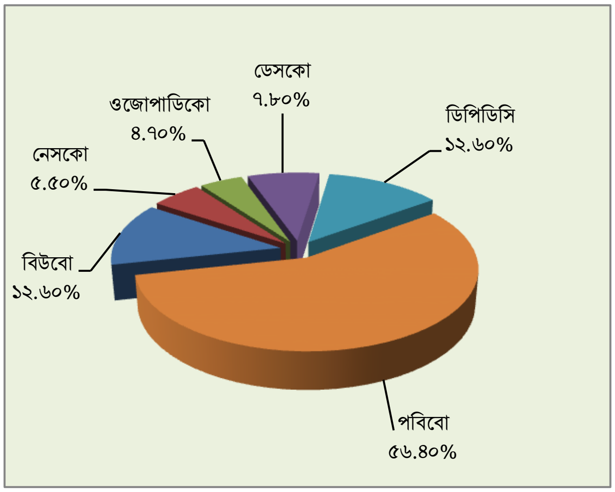

লেখচিত্র ১০.৬: বিদ্যুৎ আমদানি ও সংস্থাভিত্তিক বিতরণ (২০২২-২৩* অর্থবছর)

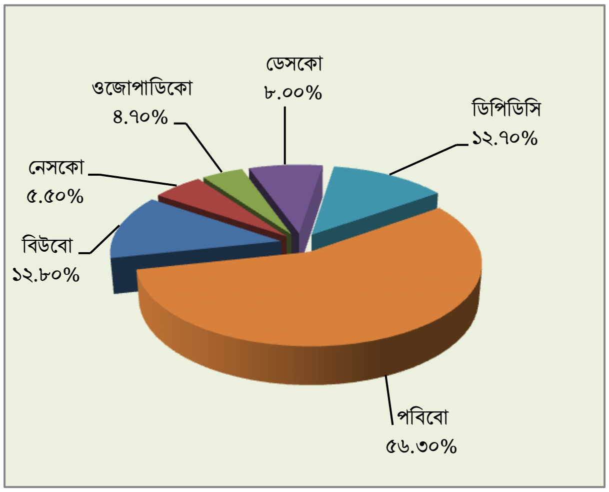

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (* ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।)

সিস্টেম লস

সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎ খাতে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান সারণি ১০.৬ এবং লেখচিত্র ১০.৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৬: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	সঞ্চালন লস (%)	বিতরণ লস (%)	মোট লস (%)
২০১০-১১	১.৯৮	১২.৭৫	১৪.৭৩
২০১১-১২	২.৩৫	১২.২৬	১৪.৬১
২০১২-১৩	২.৩৩	১২.০৩	১৪.৩৬
২০১৩-১৪	২.১৭	১১.৯৬	১৪.১৩
২০১৪-১৫	২.১৯	১১.৩৬	১৩.৫৫
২০১৫-১৬	২.১৪	১০.৯৬	১৩.১০
২০১৬-১৭	২.২১	৯.৯৮	১২.১৯
২০১৭-১৮	২.২৭	৯.৬০	১১.৮৭
২০১৮-১৯	২.৬১	৯.৩৫	১১.৯৬
২০১৯-২০	২.৫	৮.৭৩	১১.২৩
২০২০-২১	২.৪১	৮.৪৮	১১.১১
২০২১-২২	-	৭.৭৪	১০.৪১
২০২২-২৩*	-	৬.৫৮	৯.৩০

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (*ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

লেখচিত্র ১০.৭: বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

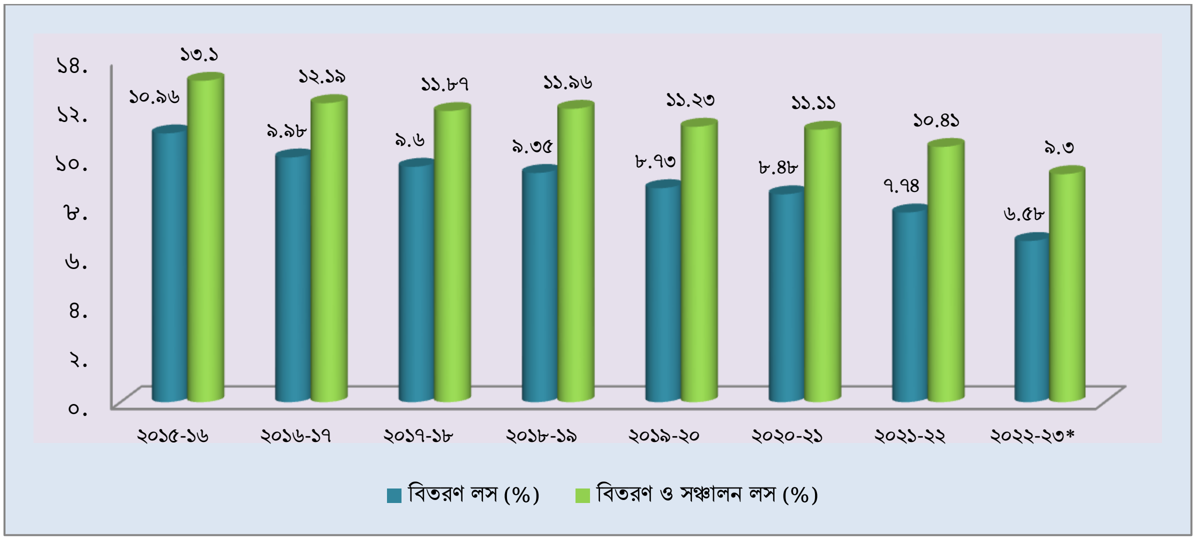

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (*ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।)

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহ আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুতের বকেয়া বিল গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান সারণি ১০.৭ এবং লেখচিত্র ১০.৮ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৭: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩	২.০৬
২০১৩-১৪	২.০৪
২০১৪-১৫	২.০১
২০১৫-১৬	২.০০
২০১৬-১৭	১.৯৫
২০১৭-১৮	১.৭১
২০১৮-১৯	১.৫৮
২০১৯-২০	১.৮৭
২০২০-২১	১.৪৬
২০২১-২২	১.৩৬
২০২২-২৩*	১.৪৫

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (*নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত)

লেখচিত্র ১০.৮: বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিসংখ্যান

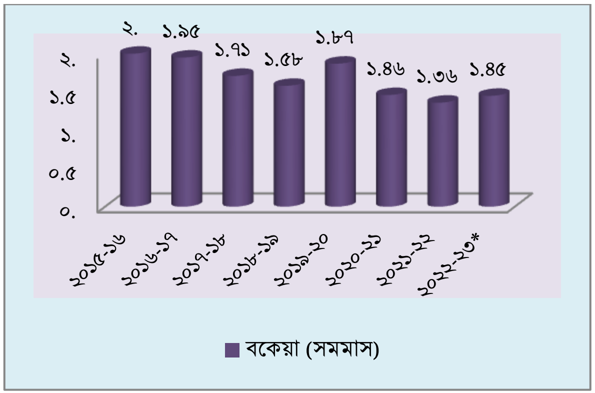

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (*নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।)

প্রি-পেইড স্মার্ট মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধকে ঝামেলামুক্ত করাসহ বিদ্যুৎ বিল আদায় শতভাগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ দেশব্যাপী স্মার্ট/প্রি-পেইড মিটারিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ছয়টি বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক দেশে ৫২,৪১,৭২১টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ১৬,৫১,১৯৭টি, ডেসকো কর্তৃক ৬,২৮,৭২৭টি ও ডিপিডিসি কর্তৃক ৬,৬১,৩৯৬টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। পবিবো, ওজোপাডিকো ও নেসকো কর্তৃক ইউনিফাইড প্রকল্পের আওতায় যথাক্রমে ১৩,১০,৫৬৪টি, ৪,৮৯,৮৩৭টি ও ৫,০০,০০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। জানুয়ারি

২০২৩ পর্যন্ত সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক স্থাপিত প্রি-পেইড মিটারের চিত্র সারণি ১০.৮ এ দেখানো হলো।

সারণি ১০.৮: প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের অগ্রগতি

ক্রমিক নং	সংস্থা	সিঙ্গেল ফেইজ	থ্রী ফেইজ	মোট
১	বিউবো	১৬১০০১৪	৪১১৮৩	১৬৫১১৯৭
২	পবিবো	১২৯৬৪৬৪	১৪১০০	১৩১০৫৬৪
৩	ডিপিডিসি	৬০৩২৪৩	৫৮১৫৩	৬৬১৩৯৬
৪	ডেসকো	৫৫২৯৬২	৭৫৭৬৫	৬২৮৭২৭
৫	ওজোপাডিকো	৪৭৫৬০৮	১৪২২৯	৪৮৯৮৩৭
৬	নেসকো	৪৬৭২০০	৩২৮০০	৫০০০০০
সর্বমোট:		**৫০০৫৪৯১**	**২৩৬২৩০**	**৫২৪১৭২১**

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ। (*জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

ঘ.বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বিআরইবি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) কর্তৃক ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৪৬২টি উপজেলার ৮৮,৫৮০টি গ্রামে ৫.৩১ লক্ষ কি.মি. নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ পূর্বক বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে এবং প্রায় ৩.৪৫ কোটি গ্রাহক (৩.০৯ কোটি আবাসিক, ৪.১১ লক্ষ সেচ, ২৩.৪০ লক্ষ বাণিজ্যিক, ২.৭৫ লক্ষ শিল্প এবং ৫.২৬ লক্ষ অন্যান্য) সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদ্যুতের মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪.৭৫ কোটি, যার মধ্যে বাপবিবো'র মোট গ্রাহক ৩.৪৫ কোটি যা দেশের মোট গ্রাহকের প্রায় ৭২ শতাংশ এবং বাপবিবো'র গ্রাহকগণ জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ৫৯ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে থাকেন। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে সঞ্চালন ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য সারণি ১০.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.৯: গ্রাহক সংযোগের ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থবছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১০-১১	২০৯৫	৩০২৮	-	২৫৯৫৪৮
২০১১-১২	৭৭০০	১০০৪৯	-	৭২৩৭১৩
২০১২-১৩	১০২২২	১০২৭৯	-	৩০৪৪১৭
২০১৩-১৪	১৬৯৭১	১৭৫৪৪	-	৭৫৮৯৩২
২০১৪-১৫	১৮৭৫০	১৮৬৯৮	-	১৮৩৯০৬৪
২০১৫-১৬	২০০০০	৩১৬১২	১৫০০০০০	৩৫৯৭৮৮৩
২০১৬-১৭	২৫০০০	৩৬৫৫৪	২০০০০০০	৩৫১১৫৭৩
২০১৭-১৮	৩০০০০	৫৪৮৮৬	৩২০০০০০	৩৮৫১১৪৩
২০১৮-১৯	২৫০০০	৭১৩২৬	২০০০০০০	৩০৪৫৫৯৩
২০১৯-২০	৫০০০০	৫০১৬৬	২০০০০০০	২৪০৫৩১২
২০২০-২১	৩০০০০	৩২৭৩৬	১৩০০০০০	২৪৬১১৩৪
২০২১-২২	১০০০০	১২০৯১	৮০০০০০	১৮৮০২১৪
২০২২-২৩*	৮০০০	৫৬৪২	৮০০০০০	৮৪৩৯০৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। (*জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত)

বিআরইবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

সরকারের শতভাগ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বর্তমানে ২টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং ৪টি প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে বাপবিবো সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে বাপবি বোর্ডের আওতাধীন গ্রাহকদের জন্য গুণগত, সাশ্রয়ী, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৮,০০০ কি.মি. নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫,৬৪২ কিঃমিঃ নতুন লাইন নির্মাণ/নবায়ন (৪,৫১৭ কি.মি. নতুন লাইন নির্মাণ ও ১,১২৫ কিঃ মিঃ লাইন নবায়ন) করা হয়েছে এবং ২৭টি (৩৯০ এমভিএ) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ২০টি (২৫০ এমভিএ) উপকেন্দ্র নির্মাণ/ক্ষমতাবর্ধনের কাজ সম্পাদিত হয়েছে এবং মোট ১,২৯৮টি উপকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে, যার ক্ষমতা-১৭৪৬০ এমভিএ। ইতোমধ্যে ৬৪৬টি অফগ্রিড এলাকায় সাবমেরিন ক্যাবল এবং ২৯টি এলাকায় ৫,৭১৭টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে মোট ১.৫৫ লক্ষ গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বাপবিবো'র দেশব্যাপি ব্যাপক কর্মসূচি ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে অফগ্রিড এলাকাসহ মোট ৪৬২টি উপজেলায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণির ৩.৪৫ কোটি গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ.সাসটেইনেবল এনার্জি বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি

বর্তমান সরকার জীবাশ্ম জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিতভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকিকরণের জন্য ২০১৪ সালে 'টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২' এর আওতায় Sustainable &

Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠন করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা হালনাগাদের কাজ চলমান রয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহিতকরণের জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা ও সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে এ যাবৎ প্রায় ১,১৫৮.৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। দেশে রুফটপ সোলার সিস্টেম জনপ্রিয়করণের জন্য সরকার নেট মিটারিং গাইড লাইন-২০১৮ প্রণয়ন করেছে। এ গাইড লাইনের মাধ্যমে বাসা-বাড়ীর মালিকগণ বাড়ীর ছাদের উদ্বৃত্ত স্থানে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করে নিজে ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ সিস্টেমে সরবরাহ করতে পারছেন। নেট মিটারের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ১,৮২১টি রুফটপ সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে যার ক্ষমতা ৬০.০৩৪ মেগাওয়াট। ইতোমধ্যে ২,৭৭৭টি সৌর ভিত্তিক সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার মোট ক্যাপাসিটি ৫১.০৭৬ মে.ও.। সারণি ১০.১০ এ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১০: নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক উৎপাদন ক্ষমতা

(মেঃওঃ)

ক্র.নং.	প্রযুক্তি	অফ-গ্রিড	অন-গ্রিড	মোট
১	সোলার	৩৫৬.৬৯	৫৬৭.৮১	৯২৪.৫
২	উইন্ড	২.০০	০.৯	২.৯
৩	হাইড্রো	_	২৩০	২৩০
৪	বায়োগ্যাস	০.৬৯	-	০.৬৯
৫	বায়োমাস	০.৪	-	০.৪
মোট		**৩৫৯.৭৮**	**৭৯৮.৭১**	**১১৫৮.৪৯**

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

জ্বালানি দক্ষতা ও জ্বালানি সংরক্ষণ

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে স্রেডা ইতোমধ্যে জ্বালানি দক্ষতা ও সাশ্রয় বিষয়ক বিভিন্ন বিধি প্রণয়নসহ বাংলাদেশের অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্ণিত জ্বালানি সাশ্রয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে 'Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030' প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে (২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায়) ২০ শতাংশ জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জ্বালানি দক্ষতা উন্নয়নে সাম্প্রতিক অর্জন

- Energy Efficiency and Conservation Master Plan up to 2030 প্রণয়ন
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিধিমালা ২০১৬ হালনাগাদ
- জ্বালানি নিরীক্ষা প্রবিধানমালা ২০১৮ প্রণয়ন
- জ্বালানি নিরীক্ষক তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচালনা এবং জ্বালানি নিরীক্ষকদের সনদ প্রদান
- সরকারি ভবন ও শিল্পে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম
- Energy Efficiency and Conservation Promotion Financing Project এর আওতায় জ্বালানি দক্ষ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য শিল্প, ভবন ও আবাসিক খাতে স্বল্পসুদে (৪-৬%) ঋণপ্রদান প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম
- জ্বালানি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালুকরণ।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম

ফ্রান্সের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক প্রথম সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) স্থাপন করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক অফগ্রিড এলাকায় ৫,৭১৭টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ পিক ক্যাপাসিটি ০.২৫১ MWp। গ্রিড এলাকায় গ্রাহক প্রান্তে স্থাপিত রুফটপ সোলার হোম সিস্টেমের সংখ্যা ৯৬,৩৮৯টি; যার সর্বোচ্চ পিক ক্যাপাসিটি প্রায় ১৮.৫৭ MWp। সংশ্লিষ্ট সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ২১টি রুফটপ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে; যার সর্বোচ্চ পিক ক্যাপাসিটি ০.০৪৪ MWp। এছাড়া, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪০টি সোলার সেচ পাম্প (০.২৩৭ MWp) ও ১৪টি সোলার চার্জিং স্টেশন (০.৩০৩ MWp) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও এডিবি'র অর্থায়নে সৌর শক্তি চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প চলমান আছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে ২,০০০টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ পাম্পগুলোর মোট ক্ষমতা হবে আনুমানিক ১৯.৩০ MWp । এর মধ্যে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৯০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যার সর্বোচ্চ পিক ক্ষমতা ১.৬৭ MWp।

চ .রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২টি ইউনিটে ২,৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার ভূমি উন্নয়ন, সয়েল স্ট্যাবিলাইজেশন, সকল অবকাঠামোর তলদেশে কনক্রিট বেডিং স্থাপন এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। প্রকল্পের ভারী যন্ত্রপাতি ও জ্বালানি নৌপথে পরিবহনের সুবিধার্থে পদ্মা নদীর তীরে জেটি নির্মাণ, পদ্মা নদীর পাড় সংশ্লিষ্ট তীর রক্ষা বাধ এবং প্রকল্প এলাকায় একটি কৃত্রিম নৌ-চ্যানেল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। রিঅ্যাক্টরে মোল্টেন কোরক্যাচার, রিঅ্যাক্টর প্রেসার ভেসেল, স্টিম জেনারেটর এবং প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ফুল-স্কেল অ্যানালাইটিক্যাল সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। রাশান ফেডারেশনের বিভিন্ন কারখানায় বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন্যান্য প্ল্যান্ট-ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং-এর কাজ চলমান রয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রথম ইউনিটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:

- ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট-১ এর রিঅ্যাক্টর ভবনের ভৌত নির্মাণ কাজ আনুমানিক ৯০ শতাংশ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ ৬০ শতাংশ এর অধিক সম্পন্ন হয়েছে। ভৌত নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপন কাজসহ সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আনুমানিক ৮০ শতাংশ। টারবাইন ভবনের পূর্ত নির্মাণ কাজ আনুমানিক ৮৮ শতাংশ এবং প্রথম কুলিং টাওয়ারের ভৌত নির্মাণ কাজ + ১৭৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে। আগামী জুন ২০২৩ মাসে ইউনিট-১ এর ভৌত নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে কমিশনিং কাজ শুরু করা হবে।

- অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে ইউনিট-১ এর প্রথম ব্যাচ নিউক্লিয়ার ফুয়েল রাশান ফেডারেশন থেকে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। আগামী ২০২৪ সালের প্রথমভাগে ইউনিট-১ এর কোল্ড ও হটফেজ টেস্ট সম্পাদন এবং রিঅ্যাক্টর ফিজিক্যাল স্টার্টআপ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য নির্মিতব্য সঞ্চালন লাইন নির্মাণ, ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অফসাইট টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালের মধ্যে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হলে শিডিউল মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-১ থেকে জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে সংযোজন করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি:

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইউনিট-২ এর রিঅ্যাক্টর ভবনের ভৌতনির্মাণ কাজ আনুমানিক ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ইউনিটের রিঅ্যাক্টর প্রেশার ভেসেল, স্টিম জেনারেটর, কুলান্ট পাম্প ডিজাইন পজিশনে স্থাপন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হচ্ছে। রিঅ্যাক্টর অক্সিলারি ভবনের পূর্ত নির্মাণ কাজ আনুমানিক ৫৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। টারবাইন ভবনের পূর্ত নির্মাণ কাজ আনুমানিক ৬৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয় ইউনিটের প্রথম ও দ্বিতীয় কুলিং টাওয়ারের নির্মাণ কাজ যথাক্রমে +১৪৫ মিটার ও +১২৬ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ইউনিট-২ এর ভৌত নির্মাণ কাজের সার্বিক অগ্রগতি আনুমানিক ৫৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

বাংলাদেশ প্রতিবেশি দেশসমূহ ছাড়াও SAARC, BIMSTEC, BBIN, SASEC এবং D-৮ ইত্যাদি আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ফোরামের মাধ্যমে বিদ্যুৎখাতের উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সার্কের মাধ্যমে সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশসমূহের সাথে যৌথ সহযোগিতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়াও বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা SASEC ও BBIN এর মাধ্যমে সহযোগিতা কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সহযোগিতা ফোরামের সক্রিয় সদস্য হিসেবে বিদ্যুৎখাতের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার জন্য একটি যৌথ স্টিয়ারিং কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। ভারতের বহরমপুর হতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় এবং ভারতের ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশের কুমিল্লা পর্যন্ত দুটি আন্তঃদেশীয় গ্রিড সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতের বহরমপুর হতে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বর্তমানে ১,০০০ মেগাওয়াট এবং ত্রিপুরা হতে কুমিল্লায় ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

ভেড়ামারা-বহরমপুরে N-1 নীতিতে গ্রিড নিরাপত্তা নিশ্চিতে আরেকটি ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়োজনে যার মাধ্যমে আরও ১,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা যাবে। আদানি গ্রুপ ভারতের ঝাড়খণ্ডে ১,৬০০ মেগাওয়াট (নেট ১,৪৯৬ মেগাওয়াট) কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা অতিশীঘ্রই সরাসরি বাংলাদেশের জাতীয় গ্রিড সিস্টেমের সাথে যুক্ত হবে।

ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে বাংলাদেশ, ভুটান এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাক্ষরের অপেক্ষায় আছে।

নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি

নেপাল হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর আওতায় দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে GMR এর নির্মিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিমসটেক-এর সাথে সহযোগিতা

BIMSTEC এর মাধ্যমে BIMSTEC ভুক্ত দেশসমূহের সাথে বিদ্যুৎখাতের সহযোগিতা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। BIMSTEC Grid স্থাপনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া BIMSTEC এর মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা আরো বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুটি নীতি ‘BIMSTEC Policy for Transmission of Electricity’ and ‘BIMSTEC Policy for Trade, Exchange of Electricity and Tariff Mechanism’ প্রস্তুতের ওপর কার্যক্রম চলমান আছে।

বিদ্যুৎ খাতে চীনের সাথে সহযোগিতা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বিদ্যুৎখাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, এনার্জি দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাত

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৫৯ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৮টি। পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৪০.২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (2P) মজুদের পরিমাণ ২৮.৬২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ১৯৬০ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৯.৯৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০২৩ এ উত্তোলনযোগ্য অবশিষ্ট মজুদের পরিমাণ ৮.৬৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১১ এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১১: দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাসক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপসংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রমাণিত ও সম্ভাব্য গ্যাসের মজুদ			২০২১-২২ অর্থবছরে উৎপাদন	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	অবশিষ্ট গ্যাসের মজুদ জানুয়ারি ২০২৩
		(GIIP)	1P	2P	3P			
ক. উৎপাদনরত								
তিতাস	২২	৮১৪৮.৯	৫৩৮৪.০	৬৩৬৭.০	৬৫১৭.০	১৪৩.৫১	৫২১৭.৯০	১১৪৯.১০
হবিগঞ্জ	৭	৩৯৮১.০	২৭৮৭.০	২৭৮৭.০	৩০৯৬.০	৫৬.৮৫	২৬৮৯.১৫	৯৭.৮৫
বাখরাবাদ	৬	১৭০১.০	১০৫২.৯	১২৩১.৫	১৩৩৯.০	১২.৬৬	৮৮০.৮২	৩৫০.৭১
কৈলাশটিলা	৩	৩৬১০.০	২৩৯০.০	২৭৬০.০	২৭৬০.০	১১.৩১	৭৫৭.৯৭	২০০২.০৩
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	১০৬০.০	২৪৩৩.০	৩১১৩.০	১৬.১২	৬৯১.৫৫	১৭৪১.৪৫
সিলেট/ হরিপুর	৩	৩৭০.০	২৫৬.৫	৩১৮.৯	৩৩২.০	২.২৩	২২১.৮৬	৯৭.০৪
মেঘনা	১	১২২.১	১০১.০	১০১.০	১০১.০	২.৬২	৮১.৩৯	১৯.৬১
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২১৮.০	২৭৬.৮	২৯৯.০	৯.৯০	২৩৯.৬২	৩৭.১৮
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	১৫০.০	২০৩.০	২০৩.০	২.৭০	১১৩.৯২	৮৯.২৫
ফেঞ্চুগঞ্জ	২	৫৫৩.০	২২৯.০	৩৮১.০	৪৯৮.০	৫.০৯	১৭১.৮৪	২০৯.১৬
সালদানদী	৩	৩৭৯.৯	৭৯.০	২৭৯.০	৩২৭.০	১.১৩	৯৬.৩৯	১৮২.৬১
শাহ্‌বাজপুর	৫	৯১৮.১	-	৬৪২.৭	৪৮৮.০	২২.৮৯	১৩২.৮৩	৫০৯.৮৫
সেমুতাং	১	৬৫৩.৮	১৫১.০	৩১৭.৭	৩৭৫.১	০.২৮	১৪.১৮	৩০৩.৫২
সুন্দলপুর	১	৬২.২	২৫.০	৩৫.১	৪৩.৫	২.৭৮	২২.৯৪	১২.১৬
শ্রীকাইল	৪	২৪০.০	৯৬.০	১৬১.০	১৬১.০	১৫.২৩	১৩২.৪০	২৮.৬০
বেগমগঞ্জ	১	১০০.০	১৪.০	৭০.০	০.০	৩.০৭	১১.২৫	৫৮.৭৫
জালালাবাদ* (শেভরন)	৬	১৫৩৪.১	১৫৬৭.০	১৫৬৭.০	০.০	৬৯.১৪	১৫৬৬.৯৫	০.০
মৌলভীবাজার (শেভরন)	২	১০৫৩.০	৪০৫.০	৪২৮.০	৮১২.০	৫.৫৬	৩৪৪.৪৪	৮৩.৫৬
বিবিয়ানা (শেভরন)	২৬	৮৩৫০.০	৪৪১৫.০	৫৭৫৫.৪	৭০৮৪.০	৪৪০.৩৩	৫৪২১.৯৯	৩৩৩.৪৪
বাঙ্গুরা (ক্রিশ এনার্জি)	৫	১১৯৮.০	৩৭৯.০	৭১৪.০	৯৪১.০	২০.৬৯	৫৩২.৪৯	১৮১.৫১
উপ-মোট ক:	**১০৭**	**৩৭২২৪.৮**	**২০৭৫৯.৪**	**২৬৮২৯.১**	**২৮৪৮৯.৬**	**৮৪৪.১১**	**১৯৩৪১.৭০**	**৭৪৮৭.৩৯**
খ. উৎপাদনে যায়নি:								
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	৪৫.৫	৪৫.৫	০.০	**০.০**	৪৫.৫০
ভোলা নর্থ		**৬২১.৯**	০.০	৪৩৫.৩২	০.০	০.০	০.০	৪৩৫.৩২
জকিগঞ্জ		৭৫.৯	০.০	৫৩.১৩	০.০	০.০	০.০	৫৩.১৩
উপ-মোট খ:		**৭৬২.৮**	**৪৫.৫**	**৫৩৪.০**	**৪৫.৫**	**০.০**	**০.০**	**৫৩৩.৯৫**
গ. উৎপাদন স্থগিত:								
রূপগঞ্জ		৪৮.০	-	৩৩.৬	-		০.৬৮	৩২.৯২
সাঙ্গু		১০৩৯.০	২৬৫.০	৪৭৪.০	৭২৭.০	০.০০	২৬.৪৬	৪৪৭.৫৪
ছাতক		৭১.৮	৫০.৩	৫০.৩	৫০.৩	০.০০	২১.১	২৯.২০
কামতা		১৮৫.২	১২৫.০	১২৫.০	১৭৫.০	০.০০	৬২.৪	৬২.৬০
ফেনী		৮৯৯.৬	৫৪৪.৪	৫৭৭.৮	৬৩৮.৭	০.০০	৪৮৭.৯১	৮৯.৮৫
উপ-মোট গ:		**২২৪৩.৬**	**৯৮৪.৭**	**১২৬০.৭**	**১৫৯১.০**	**০.০**	**৫৯৮.৫**	**৬৬২.১১**
সর্বমোট (বিসিএফ)	**ক+খ+গ**	**৪০২৩১.২**	**২১৭৮৯.৬**	**২৮৬২৩.৭০**	**৩০১২৬.১**	**৮৪৪.১১**	**১৯৯৪০.২৫**	**৮৬৮৩.৪৫**
সর্বমোট (টিসিএফ)		**৪০.২৩**	**২১.৭৯**	**২৮.৬২**	**৩০.১৩**	**০.৮৪**	**১৯.৯৪**	**৮.৬৮**

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার কারখানা, যানবাহন, শিল্প, গৃহস্থালি ও বাণিজ্যিক খাতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে আমদানিকৃত আরএলএনজিসহ গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ মোট প্রায় ১,১০৪.১ বিলিয়ন ঘনফুট এবং গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ ১,০১৭.৫ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানিকৃত আরএলএনজিসহ গ্যাস সরবরাহের

পরিমাণ মোট প্রায় ১,০৮০.৪ বিলিয়ন ঘনফুট এবং গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ ১,০০১.৩ বিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১২ এবং লেখচিত্র ১০.৯ ও ১০.১০ এ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১০.১২: প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার

(বিলিয়ন ঘনফুট)

বছর	উৎপাদন	ব্যবহার								
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সারকারখানা	শিল্প	চা-বাগান	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালি	সিএনজি	মোট
২০১০-১১	৭০৮.৯	২৭৫.৮	১২১.৬	৫৮.৯	১২২.১	০.৮	৮.৫	৮৭.৪	৩৮.৫	৭১৩.৬
২০১১-১২	৭৪৩.৭	৩০২.৫	১২৪.২	৫৮.৫	১২৮.৩	০.৮	৮.৬	৮৯.২	৩৮.৩	৭৫০.৪
২০১২-১৩	৮০০.৬	৩২৮.৮	১৩৪.১	৬০.০	১৩৫.৭	০.৮	৮.৮	৮৯.৭	৪০.২	৭৯৮.১
২০১৩-১৪	৮২০.৪	৩৩৭.৪	১৪৩.৮	৫৩.৮	১৪১.৯	০.৮	৮.৯	১০১.৫	৪০.১	৮২৮.১
২০১৪-১৫	৮৯২.২	৩৫৪.৮	১৫০.০	৫৩.৮	১৪৭.৭	০.৮	৯.১	১১৮.২	৪২.৯	৮৭৭.৩
২০১৫-১৬	৯৭৩.২	৩৯৯.৬	১৬০.৮	৫২.৬	১৫৬.০	০.৯	৯.০	১৪১.৫	৪৬.৫	৯৬৬.৯
২০১৬-১৭	৯৬৯.২	৪০৩.৬	১৬০.৫	৪৯.১	১৬৩.১	১.০	৮.৭	১৫৪.৪	৪৭.০	৯৮৭.৪
২০১৭-১৮	৯৬৮.৭	৩৯৮.৬	১৬০.৫	৪৩.০	১৬৬.৬	০.৯	৮.২	১৫৮.০	৪৬.২	৯৮২.০
২০১৮-১৯	১০৭৭.৭	৪৫০.৯	১৫৭.৫	৫৭.৭	১৬৪.৫	১.০	৭.৯	১৫৮.৯	৪৩.৪	১০৪১.৮
২০১৯-২০	১০৮৫.৬	৪৫৫.৯	১৫১.৬	৫৪.৬	১৫৫.৭	১.১	৬.৭	১৩২.৭	৩৬.১	৯৯৪.৪
২০২০-২১	১১০৪.১	৪২৫.৮	১৬৯.১	৬৪.৭	১৮১.৭	০.৯	৬.০	১৩৪.২	৩৫.১	১০১৭.৫
২০২১-২২	১০৮০.৪	৪০২.০	১৭৫.৭	৬০.৪	১৯১.০	১.১	৬.০	১২৭.৮	৩৭.৩	১০০১.৩

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.৯: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০২০-২১ অর্থবছর)

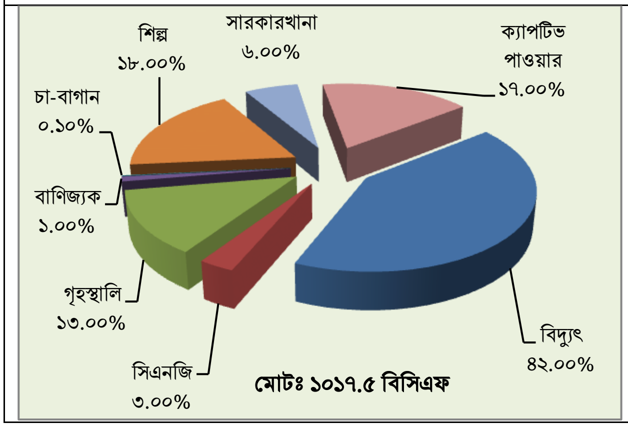

লেখচিত্র ১০.১০: প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার (২০২১-২২ অর্থবছর)

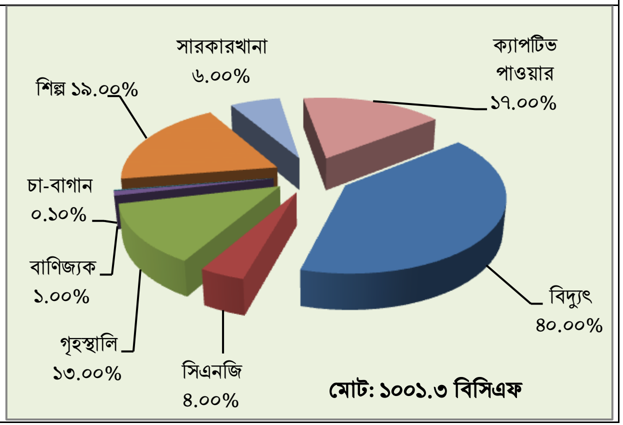

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপণ

দেশে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ এর চাহিদার সাথে সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। Gas Sector Master Plan 2017 অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৭৮৭ এমএমসিএফডি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৪,৯৩১ এমএমসিএফডি, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৫,০৭৯ এমএমসিএফডি এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গ্যাসের চাহিদা ৫,২৫৭ এমএমসিএফডি এ উন্নীত হতে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে যেখানে শিল্পে গ্যাসের চাহিদা ১,১৬৯ এমএমসিএফডি নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১,৫৭৫ এমএমসিএফডিতে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ও চা খাতে গ্যাসের চাহিদা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৮ এমএমসিএফডি নির্ধারিত হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছর পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকতে পারে। সারণি ১০.১৩ এ প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রক্ষেপন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১০.১৩: খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬) (এমএমসিএফডি)

খাতসমূহ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬
বিদ্যুৎ	২২৬৬	২২৭৯	২২৮৫	২৩১৫
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৩৮৯	৩৫০	৩১৫	২৮৩
সার কারখানা	৩১৬	৩১৬	৩১৬	৩১৬
শিল্প	১১৬৯	১২৯৯	১৪৩৫	১৫৭৫
গৃহস্থালি	৪৫৭	৪৯০	৫২৪	৫৫৭
বাণিজ্যিক ও চা	৩৮	৩৮	৩৮	৩৮
সিএনজি	১৫২	১৫৯	১৬৬	১৭৩
মোট	**৪৭৮৭**	**৪৯৩১**	**৫০৭৯**	**৫২৫৭**

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি)

দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য সরকার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুইটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) স্থাপন করা হয়েছে, যাদের প্রতিটির এলএনজি ধারণ ক্ষমতা ১,৩৮,০০০ ঘনমিটার এবং রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। Excelerate Energy Bangladesh Ltd. (EEBL) কর্তৃক স্থাপিত প্রথম এলএনজি টার্মিনাল আগস্ট ২০১৮ এ কমিশনিং করা হয়। Summit LNG Terminal Co. Ltd. কর্তৃক স্থাপিত একই ক্ষমতার দ্বিতীয় এলএনজি টার্মিনাল এপ্রিল ২০১৯ এ কমিশনিং করা হয়। টার্মিনাল দুইটি কক্সবাজারের মহেশখালির নিকটবর্তী বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। এছাড়া, সরকার কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতার একটি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পেট্রোবাংলা এলএনজি ক্রয়ের জন্য Ras-Laffan Natural Gas Company Ltd. (3), Qatar এবং Oman Trading International, Oman (OTI)-এর সাথে দুইটি দীর্ঘমেয়াদী Sale Purchase Agreements (SPA) স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া, স্পট মার্কেট হতে এলএনজি ক্রয়ের লক্ষ্যে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে Master Sale Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশে গ্যাসের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে আরওএলএনজি আমদানি চুক্তি সম্পাদন ও কক্সবাজারের মহেশখালিতে এবং পটুয়াখালীর পায়রায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১৩.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা আরো নিশ্চিতকরণকল্পে পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন ইউনিট ইআরএল ইউনিট-২ স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার নতুন ইউনিটসহ দেশের জ্বালানি তেল পরিশোধন ক্ষমতা হবে প্রায় ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন। গভীর সমুদ্র বন্দর হতে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য Single Point Mooring (SPM) with Double Pipeline প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর বার্ষিক প্রায় ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল মাদার ভ্যাসেল থেকে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে খালাস করা সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে। উড়োজাহাজের জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য পিতলগঞ্জ হতে কুর্মিটোলা এভিয়েশন ডিপো, ঢাকা পর্যন্ত জেট ফুয়েল পাইপলাইন নির্মাণ করা হচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে জ্বালানি তেল সরবরাহ আরো দ্রুত, সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ডিজেল আমদানির জন্য শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল, ভারত হতে বাংলাদেশের পার্বতীপুর ডিপো পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সারণি ১০.১৪ ও ১০.১৫ এ বিপিসি কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেওয়া হলোঃ

সারণি ১০.১৪: অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	এফওবি মূল্য/ মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০১০-১১	১৪০৯৩০২	৯৭৮.৮১	৭০৩৭.০০
২০১১-১২	১০৮৫৯৩৭	৯১৯.২৬	৭০৫৩.৫১
২০১২-১৩	১২৯২১০২	১০৬০.৩০	৮৫৩৬.৭০
২০১৩-১৪	১১৭৬৬৯৩	৯৬৮.৫৫	৭৯৫৭.২৯
২০১৪-১৫	১৩০৩১৯৪	৭৩৪.০০	৫৭৩৯.৩৫
২০১৫-১৬	১০৯৩১২০	৩৩৬.১৫	৩২২৫.৯২
২০১৬-১৭	১৩৯১৬২৯	৫১৪.১০	৪১৩২.৩৫
২০১৭-১৮	১১৭৩৬৪৭	৫৬৫.৯৯	৪৬০৩.৮১
২০১৮-১৯	১৩৬১৮৭৭	৭২১.২৮	৬০৮০.৩৯
২০১৯-২০	১১৫১৯৬৩	৪৫৫.৯১	৩৮৫৪.৬৪
২০২০-২১	১৪৩৪৬১৩	৫৮৪.৬৪	৪৯৬৬.৫২
২০২১-২২	১৩৬৬০৮৫	৮৯৬.৮৪	৭৮৫৫ .৯২
২০২২-২৩*	৯৮৪০২৩	১২৪৬.৯৪	৭৩০৮.৮৫

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

সারণি ১০.১৫: পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থবছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল		মেরিন ফুয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	সিএফআর মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	সিএফআর মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	সিএফআর মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	সিএফআর মূল্য (কোটি টাকা)
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭	-	-
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭	-	-
২০১২-১৩	২৮২৭১৬০	২১৯৪৯.১০	৪৮৫৩	৩৮.৫৬	৮০৩৬০৩	৪৩৬৭.২৬	-	-
২০১৩-১৪	৩১৫৮৩৪৩	২৩৪৮৫.৫৬	-	-	১০১৬১০১	৫১৪৪.৬৮	-	-
২০১৪-১৫	৩৪০৩৮৯০	১৮৫৬৯.৬২	-	-	৬৯১৭০৫	২৭১৪.৩০	-	-
২০১৫-১৬	৩৩৩৭৪২৬	১১১১০.৩১	-	-	৩৩৫১৫০	৬৬০.৫২	-	-
২০১৬-১৭	৩৮৭১৪৩২	১৪৪৩৩.৯১	-	-	৫২১১৯৯	১২৪০.৬৬	-	-
২০১৭-১৮	৪৮৯২০৮৯	২৩৩০০.৬৭	-	-	৬৫০৫৪০	২০৯১.৫২	-	-
২০১৮-১৯	৪২৮১৯৫৮	২৩৩৭৬.৫০	-	-	৩১৮৬৩৪	১২৮২.৪৯	-	-
২০১৯-২০	৩৮৭৩১৩১	১৭০৪৫.১৮	-	-	১৭৫৬৯৪	৬৮৭.০৪	-	-
২০২০-২১	৪১৪৪৭৬২	১৬৬৯৪.৪০	-	-	৪৭৯২৪	১৫১.৪১	২৯৯৬৪	১১১.২৪
২০২১-২২	৪৮০৯১৩২	৩৮২৭৭.৭৫	-	-	৩১৬০৮৬	১৭১০.৮৬	১৬৫০৬	১০১.০৬
২০২২-২৩*	৩০৪৪৮৫৭	৩২৬৬৭.৭২	-	-	১৫৯৩৫৪	৭২৯.৮২	১৪৯৯৬	১২১.১৭

উৎস: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ (* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও দীর্ঘদিন ধরে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের বিক্রয় মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হয়। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংকের ভর্তুকি দিতে হয়। তবে নভেম্বর ২০১৪ হতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় গত ৬ বছর (২০১৫-১৬ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত) সরকারকে জ্বালানি তেলে কোন ভর্তুকি দিতে হয়নি। তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপিসি ২,৭০৫.৬৪ কোটি টাকা

লোকসান দেয়। সারণি ১০.১৬ এ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৬ ঃ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ

অর্থবছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	৪০০০.০০
২০১১-১২	৮৫৫০.০০
২০১২-১৩	১৩৫৫৮.০০
২০১৩-১৪	২৪৭৮.০০
২০১৪-১৫	৬০০.০০
২০১৫-১৬	০.০০
২০১৬-১৭	০.০০
২০১৭-১৮	০.০০
২০১৮-১৯	০.০০
২০১৯-২০	০.০০
২০২০-২১	০.০০
২০২১-২২	০.০০
২০২২-২৩*	০.০০

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। (*ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।)

খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) সরকারের রাজস্ব আদায়কারী একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) এর জন্য সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ও কোয়ারী ইজারা প্রদান করে থাকে।

কয়লা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫টি কয়লাক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রে কয়লার মোট মজুদের পরিমাণ আনুমানিক ৭,৮২৩ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ১৮৫ টিসিএফ প্রাকৃতিক গ্যাস সমতুল্য। মজুদকৃত কয়লা থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উত্তোলিত মোট কয়লার পরিমাণ ১৩.৪৭ মিলিয়ন টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট তৈরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে কয়লার ব্যবহার রয়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর ০.৮ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া কয়লাক্ষেত্র থেকে ভূ-গর্ভস্থ খনি পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লা ব্যবহার করে খনি এলাকায় অবস্থিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে ৫২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও, দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত ফিজিবিলিটি স্টাডি'র কার্যক্রম ২০২০ সালে সম্পন্ন হয়। উক্ত স্টাডি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী দিঘীপাড়া কয়লা ক্ষেত্রে মজুদ ৭০৬ মিলিয়ন টন কয়লার মধ্যে ভূগর্ভস্থ মাইনিং পদ্ধতিতে বাৎসরিক ৩ মিলিয়ন টন হারে ৩০ বছর সময়ে মোট ৯০ মিলিয়ন টন উত্তোলন করা সম্ভব। সারণি ১০.১৭ এ কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুদ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৭ ঃ কয়লা ক্ষেত্রসমূহের অবস্থান, গভীরতা ও প্রাক্কলিত মজুদ

ক্রঃ নং	কয়লাক্ষেত্র	আবিষ্কারের সাল	কয়লা স্তরের গভীরতা (মিটার)	মোট সম্ভাব্য মজুদ (মিঃ মেঃ টন)
১	বড়পুকুরিয়া	১৯৮৫	১১৮-৫০৯	৪১০
২	দীঘিপাড়া	১৯৯৫	৩২৮-৪৫৫	৭০৬
৩	ফুলবাড়ি	১৯৯৭	১৪১-২৭০	৫৭২
৪	খালাসপীর	১৯৮৯	২২২-৫১৬	৬৮৫
৫	জামালগঞ্জ	১৯৬২	৬৪০-১১৫৮	৫৪৫০
				মোট=৭৮২৩

উৎসঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

কঠিন শিলা

কঠিন শিলার মোট মজুদের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন টন, যার মধ্যে ৭৩ মিলিয়ন টন উত্তোলনযোগ্য। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় ৫৪ বর্গ কিলোমিটার এলাকা হতে কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ সালে খনি ইজারা প্রদান করা হয়। হয়। গত মে ২০০৭ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মোট উত্তোলিত শিলার পরিমাণ ৮.৪৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং বিক্রয়কৃত শিলার পরিমাণ ৮.০১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ইতোমধ্যে সমাপ্ত ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফল অনুযায়ী প্রস্তাবিত ২.২৫ বর্গ কিলোমিটার নতুন খনি উন্নয়ন এলাকায় ৪০ বছরে মোট প্রায় ১১৩.৭০ মিলিয়ন মেট্রিক টন গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা সম্ভব হবে।

সাধারণ পাথর

দেশের সিলেট, সুনামগঞ্জ, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট ও বান্দরবান পার্বত্য জেলায় গেজেটভুক্ত ৬০টি সাধারণ পাথর/বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারি/এলাকা রয়েছে যার মোট আয়তন প্রায় ১,৯৬৫

হেক্টর। বর্তমানে সকল পাথর কোয়ারির ইজারা প্রদান বন্ধ রয়েছে।

সাদামাটি

নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলায় সাদামাটি পাওয়া যায়। ঘর-গৃহস্থালির নানাবিধ তৈজসপত্র, সিরামিক সামগ্রী, টাইলস ইত্যাদি ছাড়াও ইনসুলেটর, রিফ্র্যাক্টরী, ঔষধ, কাঁচ ও কাগজ শিল্পে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।

সিলিকাবালু

বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় মোট ৭৮টি সিলিকা বালু কোয়ারি রয়েছে যার মোট আয়তন ৩৩২.২৮ হেক্টর। বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার সিলিকা বালু কোয়ারিসমূহ হতে সিলিকা বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। সিলিকা বালু গ্লাস ও সিরামিক শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি নির্মাণ কাজেও ব্যবহৃত হয়।

খনিজ বালু/ভারী মণিক

দেশের কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী, পটুয়াখালী, ভোলা অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় এবং নদী তীরবর্তী চর এলাকায় খনিজ বালুর সন্ধান পাওয়া যায়। খনিজ বালুর মধ্যে জিরকন, গার্নেট, লিওককসিন, মোনাজাইট, রুটাইল, ইলমেনাইট এবং মেগনেটাইট প্রধান। এ জাতীয় খনিজ বালু অত্যন্ত মূল্যবান এবং এর বহুবিধ ব্যবহার বিদ্যমান।

লৌহ আকরিক

দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট এলাকায় প্রায় ১০ বর্গ কিলোমিটার ভূমিতে লৌহ আকরিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

দেশে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের কাজ জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশে তেল ও গ্যাস ব্যতীত খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন এবং ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। ফলে এ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় বিদেশী প্রশিক্ষণসহ এ বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হয়েছে এবং গবেষণা কাজের পর্যাপ্ত সুবিধাদিসহ অনুজীবাশ্ম, শিলাবিদ্যা ও মণিকবিদ্যা, বৈশ্লেষিক রসায়ন, প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক, ভূ-পদার্থিক, দূর অনুধাবন ও জিআইএস, পলল ও কাদা-মণিক বিষয়ক গবেষণাগারসমূহের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পিট, কয়লা, কাঁচবালি, সাদামাটি, নির্মাণবালি, নুড়িপাথর, ভারী খনিজসহ অন্যান্য খনিজসমূহ আবিষ্কৃত হয়েছে।

জিএসবি'র সাম্প্রতিক অর্জন

- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬,৪০৭ বর্গ কিমি. এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রাকৃতিক মানচিত্রায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- প্রায় ৮৫২ কি.মি. এলাকার ভূপদার্থিক জরিপ ও প্রায় ৬০ লাইন কি.মি. এলাকার সাইসমিক জরিপ এবং ৮৫ বর্গ কি.মি. এলাকার রাসায়নিক মৌলের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় সম্পন্ন হয়েছে;
- নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ী ইউনিয়নের তাজপুর এলাকায় ৩০ মিটার পুরু (৬৭৫ মিটার গভীরতা) চুনাপাথর আবিষ্কার করেছে;
- দিনাজপুর হেলার হাকিমপুর উপজেলাধীন আলীহাট ইউনিয়নে ভূপৃষ্টের ৪২৬-৫৪৮ মিটার গভীরে প্রায় ৫০ মিটার পুরুত্বের লৌহ আকরিক সমৃদ্ধ চৌম্বক শিলার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আনুমানিক ৫.০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে লৌহ আকরিকের সম্ভাব্য মজুদ প্রায় ৬২৫ মি.টন পাওয়া গেছে;
- 'বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, সোমেশ্বরী নদীর অববাহিকা থেকে বিভিন্ন বালির নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, রুটাইল, লিওকক্সিন, কায়ানাইট, গারনেট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে ভারী খনিজের গড় পরিমাণ ৮.৯২ শতাংশ, যা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কারিগরি সহায়ক শক্তি হিসেবে হাইড্রোকার্বন ইউনিট চাহিদানুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় কয়লা নীতি সহ বিভিন্ন নীতিমালা, MoU, SDG's Action Plan প্রণয়ন, গ্যাস চাহিদা, গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন, গ্যাস সেক্টরের ভবিষ্যত পরিকল্পনা, পিএসসি'র জেআরসি/জেএমসি'র সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ, উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, খনি এবং খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করে আসছে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যাবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি বিপজ্জনক পদার্থের উৎপাদন, আমদানি, মজুদ, পরিবহণ/সঞ্চালন ও ব্যবহারে জনজীবন ও জাতীয় সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল এর আওতায় দায়েরকৃত মামলায় আলামত পরীক্ষণ, মতামত প্রদান এবং স্বশস্ত্র বাহিনীকে বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদান করে থাকে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি ও সমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

এনার্জি খাতে ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন ও বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সর্বোপরি এ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। জ্বালানি খাতের প্রয়োজনীয় কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, লাইসেন্স প্রদান, ট্যারিফ নির্ধারণ, বিরোধীয় বিষয়ে সালিশ মীমাংসা, ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তি, এনার্জি অডিট প্রবর্তন, অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু, জ্বালানি খাত সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ ও প্রচারসহ বিভিন্ন বিষয়ে কমিশন আইনগতভাবে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিচে দেয়া হলোঃ

ট্যারিফ নির্ধারণ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন ও প্রবিধানমালা অনুসরণে প্রাপ্ত প্রস্তাব ও গণশুনানির মাধ্যমে বিদ্যুতের পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণের খুচরা মূল্যহার এবং গ্যাস সঞ্চালন মূল্যহার (চার্জ), গ্যাস বিতরণ মূল্যহার (চার্জ) ও ভোক্তাপর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। কমিশন কর্তৃক আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী/নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীকে স্বল্প মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে লাইফ-লাইন (১-৫০ ইউনিট) ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকের কথা বিবেচনা করে বিদ্যুতের ও গ্যাসের ন্যূনতম বিল প্রত্যাহার করা হয়েছে। দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনে ব্যাটারী চার্জিং সহজিকরণের নিমিত্ত ব্যাটারীর চার্জিং স্টেশনের জন্য এবং মাঝারি সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পের স্বল্পমূল্যহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সাশ্রয়ী সুপার অফ-পিক মূল্যহার প্রবর্তন করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ অনুযায়ী ভোক্তা পর্যায়ে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)'র মূল্য প্রতিমাসে সমন্বয় করা হচ্ছে।

গ্যাস উন্নয়ন তহবিল: গ্যাস সেক্টর উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন

দেশে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কারের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উৎপাদনের নিমিত্ত দেশীয় কোম্পানীসমূহের অনুকূলে অর্থায়নের জন্য গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২২ পর্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ১৭,৫৩০.২২ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল: বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে বিকল্প অর্থায়ন

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যহারের ৫.১৭ শতাংশ পরিমাণ অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন ১ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে 'বিদ্যুৎ খাত উন্নয়ন তহবিল' গঠন করে। পরবর্তীতে কমিশনের ২৩ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফান্ডের জমার হার ১ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে প্রতি কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ বিক্রয়ের বিপরীতে ০.১৫ টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়। উক্ত ফান্ডে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত ১৩,৬৬১.৯২ কোটি টাকা। এ তহবিলের অর্থায়নে এ পর্যন্ত বিউবো এবং বাবিউবো'র দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে এসেছে। এছাড়া তহবিলের আংশিক অর্থায়নে নওপাজেকো'র একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ইউনিট উৎপাদনে এসেছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিলঃ জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে সৃজনশীল অর্থায়ন

গ্যাসের বর্তমান মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় দেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গ্যাসের সম্পদ মূল্য বিবেচনায় বর্ধিত মূল্যহার হতে ঘনমিটার প্রতি ১.০১ টাকা পরিমাণ অর্থ দ্বারা ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থে ‘জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল’ গঠন করা হয়। উক্ত তহবিলে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৩,৫৪৩.৯৩ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়েছে, যা তহবিলের রূপরেখা ও বিনিয়োগ নির্দেশাবলী অনুযায়ী জ্বালানি খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে। এ তহবিল হতে এলএনজি আমদানি ব্যয় নির্বাহে রিভলবিং ফান্ড হিসেবে ১৩,২২৭.৪৪ কোটি টাকা অর্থায়নের অনুমোদন করা হয়েছে।

লাইসেন্স প্রদান (বিদ্যুৎ সংক্রান্ত)

কমিশন কর্তৃক ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২,৭৬৫টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন হতে ইস্যুকৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৪,৫০০ মে: ও:।

লাইসেন্স প্রদান (গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত)

কমিশন কর্তৃক ২০০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) গ্যাস খাতে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৫৩৩টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। পেট্রোলিয়াম খাতে কমিশন কর্তৃক ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৯৮১টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে।

সালিসী কার্যক্রম

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত কমিশন কর্তৃক গৃহীত মোট ৪১৩টি বিরোধ আবেদনের বিপরীতে ২৬৯টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ন

ইউটিলিটি সংস্থা/কোম্পানীসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের লক্ষ্যে একই মানদন্ডে আর্থিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতের জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গ্যাস খাতের সকল লাইসেন্সির জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক প্রতিটি আর্থিক লেনদেন হিসাবভুক্তকরণ, স্থায়ী সম্পদ ও ইনভেন্টরী ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন্স প্রতিপালনের নিমিত্ত ১ জুলাই ২০১৮ থেকে কার্যকর করে কমিশন আদেশ নং-২০১৮/০১ জারি করা হয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ খাতে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংস্থা/কোম্পানিসমূহ হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক পর্যালোচনাপূর্বক সকল বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিতে তা বাস্তবায়নের জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন এবং পরিমার্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া কম্পিউটারাইজড/ওয়েব বেইজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল গ্যাস কোম্পানিসমূহে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ওয়েব বেজড সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ

এনার্জি খাতে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কমিশন নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন কর্তৃক নিয়মিত আউটরিচ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত সভা ও গণশুনানির মাধ্যমে স্বচ্ছ ও যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণ, গ্রাহক হয়রানি রোধ, মিটার রিডিং বহির্ভূত বিল প্রতিরোধ, প্রি-পেইড এবং ইভিসি মিটার স্থাপন, মোবাইল বিলিং পদ্ধতি, অনলাইন গ্রাহক সেবা, বার্ষিক বিল পরিশোধ প্রত্যয়নপত্র চালুসহ নানাধরণের রেগুলেটরী কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিশন ভোক্তার অধিকার সংরক্ষণে কাজ করছে।

এনার্জি ইফিসিয়েন্সি কার্যক্রম

দেশে চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, এনার্জি ইফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যবহার, সিম্পল সাইকেল প্লান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল প্লান্টে রূপান্তরকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক এনার্জি ইফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপুল পরিমাণ অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির মান নিরূপন করার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূণর্বাসন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি তথা গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে কমিশন

এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে এনার্জি অডিট সম্পর্কীয় তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে বিইআরসিতে প্রেরণ করেছে।

ই-লাইসেন্সিং কার্যক্রম

জ্বালানি খাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমকে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সহজলভ্য এবং দ্রুত করার লক্ষ্যে অনলাইন ই-লাইসেন্সিং সিস্টেম সফটওয়্যার তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ হতে জ্বালানি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির লাইসেন্স আবেদন ও প্রদান কার্যক্রম ই-লাইসেন্সিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে সেবা গ্রহীতাদের লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সময় ও খরচ কমছে। ফলে সেবা প্রার্থীরা ঝামেলা ও হয়রানিমুক্তভাবে সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

গবেষণা কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা সম্পর্কিত বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এই খাতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।